যখন বৃষ্টি নামলো

যখন বৃষ্টি নামলো

চারিদিকের আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বিদ্যুৎ চমকে বৃষ্টি নামলো। দিনের বেলায় যেন সন্ধ্যার অন্ধকার। কাকগুলোও সব ভিজে গেছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার দুধারে জল জমা, প্রায় কেউ নেই। আমার জলের মধ্যে লাফাতে, খেলতে আর বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ইচ্ছে করছিল। তবে জানি, তার অনুমতি আমি কোনোদিনই পাবো না। তাই খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি উপভোগ করলাম। আমার মন ভরে উঠল।

অন্বিতা রয় (Anwita Roy)

ষষ্ঠ শ্রেণি (Class 6)

'ঘ' বিভাগ (Section D)

খোলা জানালা

জানালাটা পুরোনো হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে। বাড়িটাও জানালার সাথে সাথেই পুরোনো হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের বেশ বড় ধরণের বাড়ি, লাল রঙের ইঁট দিয়ে বানানো। সামনে একটা ছোট্ট বাগান। আগে সেখানে ফল, ফুল, শাকসবজি সবই হত। কিন্তু এখন সেটা একটা আগাছার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়িটা নোংরা এবং পুরোনো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বোঝা যায় যে সেটা এক সময়ে বড়ই সুন্দর ছিল।

বাড়িটা অনেকদিন আগে কোন সাহেব তৈরি করেছিলেন। তার অনেক পরে চৌধুরি পরিবার সেই বাড়িতে এসে উঠেছিল। বাড়িটা আগে ফাঁকাই পড়ে থাকত, তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাড়িতে লোক দেখে আমি অবাক। "এই যে, শোনো একটু" - বাড়ির জানালা দিয়ে একজন মহিলা ডাকলেন। "আপনারা নতুন এসেছেন বুঝি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মহিলা মুচকি হেসে বললেন – "হ্যাঁ"। "তোমরা পাশের বাড়িতে থাকো? একদিন এসো, অনেক গল্প করা যাবে।" সেই থেকেই চৌধুরি বাড়িতে আমাদের যাতায়াত। সকালে হয়ত মা ছুটলেন চৌধুরি কাকিমার থেকে কোনও রান্নার প্রণালী জানতে তারপর বিকেলে হয়ত বাবা গেলেন চৌধুরি কাকুর সাথে দাবা খেলতে। আমিও যেতাম ওনাদের দুই মেয়ের সাথে খেলা করতে। বড় মেয়ে অমিতা হয়ে গেল আমার প্রিয় বন্ধু। দুজনেই খুব কথা বলতে ভালোবাসতাম, তাই কখনই আমাদের কথা ফুরত না। অমিতার বোন লতা বেশ লাজুক প্রকৃতির মেয়ে ছিল কিন্তু রাস্তা দিয়ে যখনি হেঁটে যেতাম তখনি জানালা দিয়ে তার ছোট্ট মুখ উঁকি দিত এবং আমায় দেখে হাত নাড়ত। মনে হত লতা যেন আমার অপেক্ষাতেই জানালার ধারে বসে ছিল।

ভাল সময় খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন লতার খুব জ্বর এল। ডাক্তারবাবু বললেন ম্যালেরিয়া। আমাদের দুই পরিবারেরই অনেক নিদ্রাহীন রাত্রি কাটল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দুই পরিবার এক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মা-বাবারা কত ডাক্তার দেখালেন, কত ওষুধ কিনে আনলেন কিন্তু লতার শরীর ধীরে ধীরে আরও খারাপ হতে লাগল। অমিতা আর আমি ওর দুই হাত ধরে বসে থাকতাম। ছলছলে চোখে আমরা ওর কান্না থামানোর চেষ্টা করতাম। "কাঁদিস কেন বোকা মেয়ে? তুই ঠিক সেরে উঠবি" – কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লতা আমাদের সব কথাকে মিথ্যে প্রমাণ করে চলে গেলো।

চৌধুরি পরিবারও আর বেশিদিন এই বাড়িতে থাকলোনা । বাড়ি ছেড়ে তারা অন্য শহরে চলে গেল। এত বছর পরেও এখনো মনে হয়, জানালার পাশে লতাকে আবার দেখা যাবে, হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়ছে । মনে হয় , সেই দিনগুলো যদি আবার ফিরে পেতাম! ....

মিরিন ব্যানার্জী (Mirin Banerjee)

সপ্তম শ্রেণি (Class 7)

'গ' বিভাগ (Section C)

জানলাটা পুরোনো হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে।

স্মৃতি বিষয়টা বড়ো অদ্ভুত | কখনো স্মৃতি পাথরের মতো আমাদের কাছে ভারী হয়ে ওঠে, আবার কখনো স্মৃতি ভীষণ নরম তুলোর মতো হয় | স্মৃতির কোনো ক্ষয় হয় না , তা কেবল বাড়তে থাকে| ঠিক এই মুহূর্তে যা বর্তমান ,পরক্ষণে তা অতীত হয়ে যায় | এই অতীতের মধ্যে যা কিছু আমাদের মনের খুব কাছের , তাকে আমরা স্মৃতি বলি |

আজ সতেরোতলা উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িটিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে আমার ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে গেলাম | দু-কামরার ঘর ছিল আমাদের, বেশি বৃষ্টি হলে জল চুঁইয়ে পড়তো সিলিং বেয়ে | আমাদের পাওয়ার থেকে না পাওয়ার তালিকাটা ছিল অনেক বেশি | কিন্তু এই অপ্রাপ্তি নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ ছিল না |

সে ছিল আমাদের আনন্দের দিন | একটা আমকে পাঁচজন মিলে ভাগ করে খাওয়া , ঠাকুমার সাথে দুষ্টুমি করা, কানামাছি খেলা, এক সাথে রথের মেলায় যাওয়া কিংবা সরস্বতী পুজোর দিন হলুদ শাড়ি পরে বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখতে যাওয়া - এই সব নিয়েই ছিল আমার ছেলেবেলা | সেই ছেলেবেলায় ছিল না কোনো বিলাসবহুল জীবনযাপন , ছিল শুধু নির্মল আনন্দ |

আজ পনেরো বছর পর কলোনির সেই বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছি এক মেট্রোপলিটন সিটির নামজাদা এপার্টমেন্টে| এখানে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ে না, খড়খড়ির জানালা নেই , চাইলেই মায়ের হাতের বানানো লুচি-নিমকি-নাড়ু আর পাওয়া যায় না | এই বিলাসবহুল জীবন আমাকে সেই কলোনির বাড়ির মতো শান্তি দিতে পারেনা | ওই ভাঙাচোরা বাড়িতে যা পেয়েছি তা টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয় |

আমার ছেলেবেলার স্মৃতি, আমার ভালো থাকার দিনগুলির স্মৃতি লেখা আছে ওই ভাঙাচোরা বাড়ির প্রতিটি দেওয়ালে, জানালায় ও দরজায় | তাই আজ আকাশের কাছাকাছি ব্যালকনিতে দাঁড়ালেও আমার মন চলে যায় ওই ছোট্ট দু-কামরার বাড়িতে, যেখানে আজও আমার ছেলেবেলার ভালো থাকার দিনগুলোর স্মৃতি, সেই ভাঙাচোরা খড়খড়ির জানালাতে আটকে আছে।

জয়স্মিতা বাগচী (Jayasmita Bagchi)

অষ্টম শ্রেণি (Class 8)

"খ" বিভাগ (Section B)

জানলাটা পুরোনো হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে।

জানালাটা পুরোনো হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে

একদিন সকালবেলায়ে খবর পেলাম যে , আমার মামার দেশের বাড়ি বিক্রি করা হবে। মনটা আমার একটু খারাপ হয়ে গেল কারণ আমার ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি , ওই বাড়ির সাথে জড়িয়ে আছে। তারপর যখন মা বললেন যে , আমরা মামার বাড়ি বিক্রি হওয়ার আগে একবার শেষ বারের মতন ঘুরে আসবো , তখন আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো।

আমরা সবাই একটা বড়ো গাড়ি করে কলকাতা থেকে একটু দূরে , পৈলানে গিয়ে পৌঁছোলাম। যদিও বাড়িটা আগের মতো সুন্দর ছিল না, তবে বাড়িটা দেখে আমার মন ভরে গেল। বাড়ির ভেতরটাও আগের মতই ছিল। দূর থেকে আমার সেই প্রিয় জানালাটা দেখে আমার অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। ছোটবেলার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জানালার সাথে।

বাড়ির উলটো দিকে একটা বাজার ছিল। এই জানালা থেকেই আমি ছোটবেলায় বাজারের চেঁচামিচি শুনতে পেতাম আর লোকেদের কেনাকাটা দেখতাম। আমার মনে আছে, আমি ছেলেবেলায় খুব ছটফটে ছিলাম, তাই মা এই জানালার সঙ্গে দড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে রাখতেন। তাও আমি কিছু না কিছু করে , সেই বাঁধন খুলে ঠিক বেরিয়ে আসতাম । হঠাৎ আমার সেই ঝিলটার কথা মনে পড়ে গেলো । আগে এই জানালা দিয়ে আমি একটা বড়ো ঝিল দেখতে পেতাম। ঝিলের জলে সূর্যের আলো পড়লে, সোনার মতন ঝলমল করতো। পুরোটাই ছিল একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য । আমার যখন পড়াশোনা শেষ হয়ে যেত, তখন আমি জানালার পাশে বসে বই পড়তাম। এই স্মৃতিগুলো মনে করতে করতে সময় কখন পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো , কিন্তু মা বোঝানোর পর আমি হাসিমুখেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। আমার এই বাড়ির কথা তো মনে পড়বেই , তার সঙ্গে এই জানালাটাকেও কখনও ভুলতে পারব না। জানালাটা পুরোনো হয়ে গেলেও , স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে এবং চিরকাল থাকবেও ।

আলিশা রায় (Alisha Roy)

অষ্টম শ্রেণি (Class 8)

"ঘ" বিভাগ (Section D)

পুরোনো সেই দিনের কথা , সে কি ভোলা যায়

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ।

ও সেই চোখে দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানের লাইনটা মনে পড়লো |

আজ যদিও জানালাটা পুরোনো হয়ে গেছে তবুও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে | সত্যি তো, আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেছে .... সেই পুরোনো বাড়িতে কতোদিন যাইনি .... অতিমারীর কারণে , এখন আমরা সবাই ঘরবন্দি |

সারাদিন একটা ঘরে বসে থেকে স্কুলের কাজ করা আর বাড়িতে মা, বাবা, আম্মার সাথেই দিনগুলো কোনোভাবে কেটে যাচ্ছে | স্কুলের এতো পরীক্ষা আর পড়াশোনার কারণে নিজের ভীষণ ভালো লাগা ইচ্ছেগুলো সব যেন ভুলতে বসেছি। নিজের ইচ্ছেতে ভালো কিছু করতে চাওয়া বা তার জন্য সময় বের করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে | আকাঙ্ক্ষাটা আস্তে আস্তে দিনের সাথে সাথে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে | বাহ্ ! দিন বদলাচ্ছে আর তার রং বদলাবে না !

আজ রবিবার , ছুটির দিন | ঘরের এক কোণে বসে বই পড়ছি | এমন সময় মা হঠাৎ ঘরে এসে বললেন, এক্ষুনি বেরোতে হবে। আমি মাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না কিন্তু আন্দাজ করতে পারলাম যে , কিছু একটা হয়েছে | মায়ের চোখে সেই অদ্ভুত এক চাহনি | দেখে মনে হচ্ছে , যেন এক্ষুনি ঝর্ণার মতন জল গড়িয়ে পড়বে | এই চাহনি আমার চেনা | দিদা যখন প্রয়াত হন তখন একবার দেখেছিলাম |

তড়িঘড়ি করে , জামাকাপড় পরে বেরোলাম | বাবা-মার কথাবার্তা শুনে জানতে পারলাম , আমার দাদা গাড়ির দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে | কথাটা শুনে আমার মনে হলো আমার পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে | হাসপাতালে পৌঁছে , দাদার অবস্থা দেখে চোখের জল আটকাতে পারলাম না | ডাক্তারবাবু জানালেন , দাদা স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে | মানসিক চাপ বাড়লে , আরো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ...

এরকম করেই মাসের পর মাস কেটে গেলো, দাদার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না | আমাদের কারোর কাজকর্মে কোনো মন নেই | সময় পার হয়ে যাচ্ছে , সকলের মনের মধ্যে এখন একটাই চিন্তা - ওর কি সত্যি সত্যিই আর কিছুই মনে পড়বে না ? দাদা কি আমাদের আর কোনোদিন চিনতেও পারবে না ?

একদিন আমার কী মনে হলো , কাউকে কিছু না বলে দাদার কাছে গেলাম | দাদা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে | এখন হাঁটতে পারছে , তবে ডাক্তারবাবু বলেছেন , আরো কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে | আমি দাদার কাছে গিয়ে বসলাম | মাসের পর মাস ধরে দেখার কারণে আমাকে দেখবার অভ্যাসটা ওর ছিলো | দাদা আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলো , কী হয়েছে ? আমি ওকে বললাম , একটা জায়গায় যাবো , তুই আমার সঙ্গে যাবি ? ডাক্তারবাবুকে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম , বিকেলে অল্প সময়ের জন্য দাদাকে নিয়ে একটু বেরোতে হবে | খুব দরকার |

ওকে নিয়ে আমি একটা পুরোনো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম | ড্রাইভার কাকু এবং আমার এক বন্ধু সাথেই ছিলো , তাদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললাম | দাদার হাত ধরে , সেই বাড়ির একটা ঘরের

মধ্যে ঢুকে , জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম | আমি ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে থাকলাম| এটা আমাদের পুরোনো বাড়ি | হঠাৎ দাদা আমায় জড়িয়ে ধরে বললো যে , ওর সব কথা মনে পড়ে গেছে .... আমার চোখ দিয়ে আনন্দে জল পড়তে লাগলো | আমি তক্ষুনি আমার সেই বন্ধুকে ফোন করে , আমাদের বাড়ির সবাইকে জানাতে বললাম | দাদার স্মৃতি ফিরিয়ে দিলো সেই জানালা | আমরা দুজনেই খোলা জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, এবং ভাবছিলাম , জানালাটা পুরোনো হয়ে গেছে তবুও আমাদের ছোটোবেলার সব স্মৃতি আজও ওখানেই আটকে আছে।

শিঞ্জিনী গুপ্ত (Shinjini Gupta)

নবম শ্রেণী   (Class 9)

"খ" বিভাগ   (Section B)

আকাশ ঘন নীল, কোথাও বাধা নাহি তার

' নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা ' , লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওনার একটি গানে | সত্যিই এতো সুন্দর ও পরিষ্কার আকাশ দেখে মনে হয় যেন এই আকাশ - নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে অজস্র ছোটো মেঘের ভেলা | কিন্তু এমন নীল ও পরিষ্কার আকাশ আমরা কলকাতায় রোজ দেখতে পাই না | অথচ যখন দেখা যায় , সেই দৃশ্যটা এতটাই অপূর্ব হয় , যে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এটি কেবল এক অসাধারণ দৃশ্যই না , এক অসামান্য অনুভূতিও | এই রকম বাধনহীন ঘন নীল আকাশ দেখে মনে পড়ে যায় , সেই পুরোনো দিনের কথা | কোরোনা ভাইরাস অতিমারীর আগের কথা | ঠিক এরম আকাশের নীচেই তো বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম আমি , সেই আমাদের স্কুলের মাঠে ! .... মনে পড়ে যায় , সেই দিনগুলির কথা। যখন স্কুলের জানালার বাইরে , এরকম আকাশ দেখে মনটা এক নিমেষে ভালো হয়ে যেতো | এমনই আকাশের নীচে বন্ধুদের সাথে স্কুলের মাঠে হটিতে হটিতে কতো কী শুনতে পেতাম , হাসির আওয়াজ , কতো কথা , আশেপাশে ছোটোদের আনন্দ - কোলাহল .... সব যেন ছবির মতো মনের মধ্যে ফুটে ওঠে |

মনে পড়ে যায় , সেই শরৎকালের দিনগুলির কথা .... যখন ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই , জানালার বাইরে সেই স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখতে পেতাম আর ঢাকের আওয়াজ শোনামাত্রই মনটা নেচে উঠতো | সেই পুজোর অঞ্জলি, নতুন জামা পরে রোজ বাবা - মা , দাদা - দিদি বা বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধেবেলা ঠাকুর দেখতে বেরোনো। আলোয় ঝলমল করছে পুরো শহরটা আর লাউডস্পিকারে গান বাজছে , লোকজনের হৈচৈ - সব চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে যায় , সেই ছোটবেলার শীতের দিনগুলোর কথা .... যখন বাবার সাথে চিড়িয়াখানায় গিয়ে নানারকম পশু - পাখি দেখে খুব আনন্দ পেতাম |
আবার কখনও মনে পড়ে যায় , সেই দিনগুলির কথা .... যখন কোনো সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলে সারাদিন এমন সুন্দর নীল আকাশ দেখতাম |
কত হাসি, মজা, খেলাধুলো আর অকৃত্রিম আনন্দের স্মৃতি এনে দেয় এই নীল আকাশ |

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সুন্দর, আনন্দের দিনগুলো ... এখন আমরা বাড়িতে বন্দি , কোথাও যাওয়ারও উপায় নেই | তাই আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে , সেই দিনগুলির কথা মনে করেই ভাবতে থাকি , ' কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ... '

প্রাঞ্জলি মুখার্জী (Pranjali Mukherjee)
দশম শ্রেণী (Class 10)
"গ" বিভাগ (Section C)

শ্রাবণের অবিরল জলধারা কি মানুষকে মুগ্ধ করে নাকি মানুষকে একা করে দেয় ?

ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে বর্ষার একটা আলাদা ভূমিকা আছে ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকেও এর ভূমিকা বড়ো কম নয়। বর্ষার জল মাঠে ফসল ফলায় আবার কবিদের মনকেও উর্বর করে তোলে। সেই কতকাল আগে কালিদাস আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে তাঁর বহু দূরে থাকা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাকেই আমরা ' মেঘদূতম্ ' বলে জানি। রবীন্দ্রনাথও বর্ষাকাল ভালোবাসতেন। ' জীবনস্মৃতি' তে তিনি বলেছেন , বর্ষাকালে যখন চারিদিকে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে বসে লিখেছিলেন, "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে ......" - জন্ম হয়েছিল ' ভানুসিংহ পদাবলী'র। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে , বর্ষাকাল কবি সাহিত্যিকদের মনে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে।

এই প্রভাবটা আনন্দের না বিষাদের, এটাই এখন প্রশ্ন । আসলে বর্ষার জলধারাকে দেখে কখন কখন আমার মনে হয় , চারিদিকটা ভীষণ আবদ্ধ করে তোলে । তখন সমস্ত চেতনা আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে ওঠে । কবে কোন বন্ধু আমায় আঘাত দিয়েছে , কবে মা আমাকে না বুঝে বকুনি দিয়েছেন, কবে ভাই শুধু শুধু ঝগড়া করেছে । মনে মনে ভাবি , জীবনে যা চাওয়া যায় , সবসময় তা পাওয়া যায় না। এই সব তুচ্ছ ঘটনাগুলো তখন ভীষণ বড়ো হয় ওঠে । বর্ষার মেঘলা দিনেই মনে পড়ে যায় , ছোটোবেলার কত আনন্দের স্মৃতি - পুতুলের বিয়ে দেওয়া, প্রথম সাইকেল পাওয়া , শীতের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়া , আরো কত কী ....

এক এক সময় মনে হয় , বড়ো না হলেই ভালো হত । কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো ! মন খারাপ হয়ে যায় । আসলে আকাশের মুখ ভার দেখলে আমাদেরও মন ভার হয়ে যায়।
মেঘলা আকাশ, আর চারদিকের অন্ধকার আমাদেরও ভীষণ একা করে দেয়। সবার মাঝে থেকেও এই একা হয়ে যাওয়া মনকে ভীষণ ভারাক্রান্ত করে তোলে। .... আবার যেই শরৎকাল আসে , চারদিকে সোনালী রোদ ঝলমল করে , উৎসবের বাঁশি বেজে ওঠে , তখন সব বিষাদ কেটে যায় । আসলে প্রকৃতির সাথে , আমাদের মনের যোগ নিবিড় ।

তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় , শ্রাবণের অবিরল জলধারা মানুষকে সত্যিই একা করে দেয় । আবার শরৎকাল এসে আমাদের সেই মনের বিষাদ ঘুচিয়ে দেয়।

সৌমিলি নাথ (Shoumili Nath)
দশম শ্রেণি (Class 10)
" ঘ " বিভাগ (Section D)

জানালাটা পুরোনো হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো আজও ওখানেই আটকে আছে

পাঁচতলার একটি ঘর , দরজা- জানালা সব এখন বন্ধ । কিন্তু একসময় ওই জানালার সামনে বসে থাকা তুলির সাথে গল্প করেই আমার সময় কাটতো। আজ আমার ষোল বছর বয়স। এই চোদ্দ বছরের স্কুল জীবনে , বাড়ি ফিরে এসে তুলির সাথে গল্প না করলে আমার মন ভরতো না। সেই পাঁচতলার জানালার সামনে বসে থাকা মেয়েটি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিল। স্কুল থেকে দুজনে ফেরার পর আমি অপেক্ষা করতাম কখন সে বারান্দায় এসে আমার সাথে কথা বলবে। একবার তার জানালায় বসে ছিল এক বড়ো মাকড়সা, কোনো গাছ থেকে পড়েছিল হয়তো। আমি তুলিকে বললাম ,"আজ থাক, আজকে আর গল্প করতে হবে না , তুই তো আবার মাকড়সাকে খুব ভয় পাস।" কিন্তু বাকি এমন একদিনও হয়নি যে, আমরা গল্প করিনি। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় একসাথে ঘুড়ি ওড়ানো, হোলিতে রং খেলা। স্কুল থেকে ফেরার সময় তুলি কুল কিনে রাখত, তারপর জানলার ধারে বসে খেতাম। পাড়ার সুজয় কাকু আমাদের দুজনকে ঢালীপাড়ার ' দুই দস্যি মেয়ে ' বলে ডাকত।

সে সব এখন ইতিহাস, অনেক মায়া পড়ে গিয়েছিল তার ওপর। প্রতি বছর দুর্গা পুজোর সময় , আমরা দুজনে দুজনকে উপহার দিতাম। সেই উপহার আমি আজও যত্নে রেখে দিয়েছি। দু'বছর হয়েছে তুলির বাবার ট্রান্সফার হয়েছে , তারা এখন দিল্লিতে থাকে। ওদের যাওয়ার সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম, তুলিও কেঁদেছিল। প্রতিদিনের মতো দুপুরে গল্প আর হয় না। তাহলে আমার সব সুখ-দুঃখের কথা এখন কার সাথে হবে ? দিল্লি যাওয়ার পর তুলি আমায় প্রথম ছ'মাস অনেক চিঠি লিখেছিল , আমিও লিখেছিলাম। কিন্তু তারপর যা হয়, আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই নিজেদের জীবনে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

আজ এক বছর হয়ে গেছে , তুলি চিঠি পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে, আমিও বন্ধ করে দিয়েছি। হয়তো অভিমানের কারণেই। এখন আসলে আমাদের কাউকে আর কোনো কিছু বলার নেই , তাই হয়তো লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কিছু না লেখার থাকলেও আমার কলমের কালি ভিজে যায় চোখের জলে , হয়তো তারও একই হয়। আমার ঘরের জানালাটা এখন সারাদিন এমনি খোলা থাকে। তার সামনে আর যাওয়াই হয় না, উল্টো দিকের জানালাটা বন্ধই থাকে । মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় , বন্ধ জানালাটার দিকে চোখ পড়লে , ছেলেবেলার সেই সব সুখস্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে .....

মেঘশ্রী পোদ্দার (Meghashree Poddar)

একাদশ শ্রেণি (Class 11)

'ক' বিভাগ (Section A)